ভক্তের নিকটে ভগবান্ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাব-প্রকার ১০।১৪।৬ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

অথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্য তে-
বিবোদ্ধু মর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো-
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥

হে প্রভো! এই প্রকার তোমার সগুণ এবং নির্গুণ উভয় স্বরূপেরই অনুভব দুর্ঘট হইলেও তোমার কথা-শ্রবণাদি দ্বারাই তোমার প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অন্য কোনও উপায়েই তোমাকে পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে যদ্যপি সগুণ ও নির্গুণ উভয় স্বরূপের অনুভবই দুর্ঘট, তথাপি তোমার নির্গুণ স্বরূপের জ্ঞান কোনও প্রকারে হইতে পারে; কিন্তু অচিন্ত্য-অনন্তগুণ বলিয়া তোমার সগুণ-স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ অনুভব সর্ব্বদাই অসম্ভব। হে ভূমন্! তোমার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যাহতেন্দ্রিয় সাধকগণের বোধগোচর হইতে যোগ্য হইতে পারে। কি প্রকারে বোধগোচর হইতে পারে, তাহারই প্রকারটি বলিতেছেন—স্বানুভবাৎ—আত্মা আকারে আকারিত অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকারে। তাহাতে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—অন্তঃকরণ সবিকারবস্তুই গ্রহণ করিয়া থাকে, কেমন করিয়া সেই অন্তঃকরণের আত্মাকারে আকরিত হওয়া সম্ভবপর হয়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"অবিক্রিয়াৎ" অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিষয়াকারশূন্যতাই আত্মা-কারতা। ইহাতেও একটি প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে—নির্ব্বিষয় আত্মা কেমন করিয়া অন্তঃকরণের বিষয় হইতে পারে? আর যদি আত্মা অন্তঃকরণের বিষয় হয়, তবে আত্মার অনাত্মত্ব অর্থাৎ জড়ত্ব দোষ ঘটে, যেহেতু যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহা তাহাই জড়। এই সংশয় নিবৃত্তির জন্যই বলিতেছেন—"অরূপতঃ" অর্থাৎ আত্মা কখনই অন্তঃকরণের বিষয় হয় না, যেহেতু "বৃত্তি বিষয়ত্বমেবাত্মনো ন ফলবিষয়ত্বম্" অর্থাৎ আত্মা ঘট-পটাদির মত ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, আত্মবৃত্তির দ্বারাই আত্মা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন অগ্নি, চন্দ্রমা ও সূর্য্যের দুইটি ধর্ম্ম আছে; এক —অন্যনিরপেক্ষভাবে স্বয়ং প্রকাশসামর্থ্য, অপর—অন্যকে প্রকাশ করাইবার সামর্থ্য। তেমনি স্বপ্রকাশ আত্মাও অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজে স্বপ্রকাশ-স্বভাবে বিষয়াকারশূন্য অন্তঃকরণে স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের উপরেও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে—তাহা হইলে কেমন করিয়া অন্তঃকরণে আত্মার স্ফূর্ত্তি হয়? তাহারই উত্তরে